কোটচাঁদপুরে ভুল চিকিৎসায় মারা গেলো কৃষকের গরু

স্যালাইন দিয়ে গরু মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে পশু চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন ও নাজিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার প্রতিকার চেয়ে গত সোমবার কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছেন ভুক্তভোগী জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়ার কারিগর পাড়ার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। পেশায় তিনি কৃষক। কৃষি কাজের পাশাপাশি গরুও পালন করেন বাবু। গত ৯ মে রাতে তাঁর গরু অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি পাশের গ্রামের পশু চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেনকে ডাকেন। সাজ্জাদ হোসেন রাতে এসে চিকিৎসা দিলে গরু সুস্থ্য হয়ে যায়।

এরপর গত শনিবার ১০ মে সকালে গরুকে আরো কিছু চিকিৎসা দেয়ার জন্য নাজিম উদ্দীন নামের আরেক পল্লী চিকিৎসক কে সাথে করে ওইবাড়িতে আসেন সাজ্জাদ হোসেন। এরপর চিকিৎসা দেন গরুটিকে। এর কিছুক্ষন পর মারা যায় গরুটি। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান ওই দুই চিকিৎসক। ফেলে যান তাদের বহনকারী মটর সাইকেল এমনটাই দাবি করেন ভুক্তভোগী জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। তিনি বলেন, গরু অসুস্থ্য হলে প্রথম দিন রাতে ওই চিকিৎসককে আমি ডেকে ছিলাম। চিকিৎসা দেয়ার গরু ভাল ছিল। গত শনিবার সকালে সাজ্জাদ ও নাজিম নামের দুই জন এসে গরুর চার পা বেঁধে স্যালাইন দেন। এ ছাড়া ওই স্যালিানের মধ্যে দেন আরো কিছু ইনজেকশন।

এর কিছুক্ষন পর মারা যান আমার গরুটি। তিনি ওই ঘটনার প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করেছেন। এর অনুলিপি দিয়েছেন উপজেলা প্রাণী সম্পাদক কর্মকর্তা বরাবর। এতে করে ওই চাষি ৮০ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন আবেদনে।

পশুচিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন বলেন,গরুটি গরমে স্ট্রোক করেছিল। ওইদিন রাতে চিকিৎসা দেওয়ার পর একটু সুস্থ্য হয়েছিল। পরের দিন গরুর মালিক ডাকেন গরু দূর্বল। সে কারনে আরো কিছু ওষুধ দেয়ার জন্য। এ কারনে গরুটিকে স্যালাইন দেবার জন্য আরেকজনকে ডেকে নিয়ে

যায়। এরপর স্যালাইন দেবার পর গরুটি আবারও স্ট্রোক করে,মারা যায়। এ সময় তারা আমাদের উপর চড়াও হন মারতে। জোর করে রেখে দেন আমাদের দুইটি মটর সাইকেল। তবে ওই ধরনের চিকিৎসা আপনারা দিতে পারেন কি, এমন প্রশ্নে তিনি কোন সদোত্তর দেননি।

ওই দুই চিকিৎসকের মধ্যে সাজ্জাদ হোসেন কোটচাঁদপুরের দোড়ার হঠাৎ পাড়ার আলতাপ হোসেনের ছেলে ও নাজিম উদ্দীন একই উপজেলার বলরামনগর গ্রামের বাসিন্দা।

উপজেলা প্রাণী সম্পাদক কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান বলেন, এ ধরনের চিকিৎসা ওনারা দিতে পারেন না। আমি ভুক্তভোগীদের অভিযোগ হাতে পেয়েছি। তদন্ত করে দেখা হবে। এরপর তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোটচাঁদপুরে চালের দোকানে অভিযান, জরিমানা আদায়

কোটচাঁদপুরে চালের দোকানে অভিযান চালিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। সোমবার দুপুরে স্থানীয় চাল বাজারে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে দুই ব্যবসায়ীকে মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা যায়, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার না করায় কোটচাঁদপুর চাল বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাজী আনিসুল ইসলাম।

এ সময় চাল ব্যবসায়ী শংকর কুমার সাহাকে ১০ হাজার টাকা এবং সরজিত কুমার ঘোষকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা সর্বমোট ২৫ হাজার টাকা।

অভিযানকালে জেলা সহকারী পাট কর্মকর্তা, উপজেলা পাট কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সংবাদ সম্মেলনে কামাল উদ্দিন প্রকৃত হত্যাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানান। একই সঙ্গে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে রিফাতের মুক্তির জোর দাবি জানান তিনি। তিনি এ ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত করে বিচার নিশ্চিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

কোটচাঁদপুরে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু আহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিন বছরের শিশু আলামিন হোসেন আহত হয়েছে। শিশুটি তার মায়ের কোলে ছিল। ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ে গেলে গুরুতর আহত হয় সে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২ এপ্রিল উপজেলার বলুহর গ্রামের শেখপাড়ায়। অভিযোগ করেও সাড়া না পেয়ে হতাশ পরিবারটি।

আহত শিশুর মা কাকলী বেগম জানান, “গত ২ এপ্রিল, বুধবার রাত ৮টার দিকে আমরা সবাই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম বিয়েবাড়ি যাবার প্রস্তুতিতে। আলামিন ছিল আমার কোলে। হঠাৎ একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল আমাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় আমার কোল থেকে আলামিন ছিটকে পড়ে যায়। মাটি থেকে তুলতেই বুঝতে পারি, কোথাও ভেঙে গেছে।”

তাৎক্ষণিকভাবে আলামিনকে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকরা ঈদের পরদিন হওয়ায় চিকিৎসক সংকট দেখিয়ে কোনো চিকিৎসা না করেই শিশুটিকে যশোর হাসপাতালে রেফার করেন।

কাকলী বেগম আরও বলেন, “সেদিন মোটরসাইকেলে চারজন আরোহী ছিল। তাদের মধ্যে হৃদয় ঢালীকে আমি চিনতে পেরেছি। বাকি তিনজনকে চিনতে পারিনি। এলাকার লোকজন সালিশ করে মীমাংসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হন। পরে গত ১২ এপ্রিল কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। কিন্তু কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া

হয়নি।”

আহত শিশু আলামিন বলুহর গ্রামের ট্রাকচালক জাহিদুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে সে বাড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মফিজুর রহমান বলেন, “ঘটনার বিষয়ে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আগামী শুক্রবার ওসি স্যার দুই পক্ষকে নিয়ে বসবেন।”

কোটচাঁদপুরে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাসের ধাক্কায় চৈতন্য পাল (৪০) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। তিনি ফাজিলপুর গ্রামের কার্তিক পালের ছেলে।

রবিবার সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের পাশে মাঠের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চৈতন্য পাল পেশায় ভ্যানচালক। তিনি সকালে পাতবিলা থেকে কলা নিয়ে সাবদারপুর বাজারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে পৌঁছালে একটি দ্রুতগামী বাস তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ধাক্কায় ভ্যান থেকে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত উপ-সহকারী মেডিকেল অফিসার মাহাবুবুর রহমান জানান, সকাল ৯টার দিকে চৈতন্য পালকে হাসপাতালে আনা হলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নিহতের চাচাতো ভাই তারিফ জানান, দুর্ঘটনাটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে হওয়ায় প্রত্যক্ষদর্শী কেউ ছিল না। ফলে কোন বাসটি ধাক্কা দিয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে কিছুটা দূরে থাকা লোকজন জানিয়েছেন, ওই সময় ‘হাজী ডিলাক্স’ ও ‘দর্শনা ডিলাক্স’ নামের দুটি বাস

ঘটনাস্থল অতিক্রম করেছিল।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার এসআই আল আমিন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি মূল সড়কের ওপর চৈতন্য পালের মরদেহ পড়ে রয়েছে। পরে তার স্বজনদের সহায়তায় মরদেহ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনাটি সকাল বেলা এবং ফাঁকা এলাকায় ঘটায় কোন বাস ধাক্কা দিয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

নিহত চৈতন্য পাল ছিলেন পিতার একমাত্র ছেলে এবং দুই সন্তানের জনক। তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কোটচাঁদপুর ঋষি পাড়ায় অভিযান, দুই মাদক কারবারি আটক

খুলনা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কোটচাঁদপুরের ঋষি পাড়ায় অভিযান চালিয়ে দুই নারী মাদক কারবারিকে আটক করেছে।

শনিবার সকালে পরিচালিত এ অভিযানে জব্দ করা হয়েছে ১ কেজি গাঁজা, ৪ লিটার চুলাই মদ ও মদ তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম।

অধিদপ্তরের সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খুলনা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল কোটচাঁদপুরের ঋষি পাড়ায় অভিযান চালায়। অভিযানে আটক হন মনা দাসের মেয়ে উমা রানী
(৪২) ও সুশান্ত দাসের স্ত্রী তারা রানী (২৮)। তাদের কাছ থেকে উল্লেখিত মাদকদ্রব্যসহ চুলাই মদ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

অধিদপ্তরের পরিদর্শক জালাল হোসেন বলেন, “গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোটচাঁদপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।”

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) শারমিন আক্তার জানান, “খুলনা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক জালাল

হোসেন দুইটি আলাদা মামলায় দুইজন আসামিকে থানায় হস্তান্তর করেছেন। একটি গাঁজা ও অন্যটি চুলাই মদের মামলা।”

কোটচাঁদপুরের তালসার জিটি কলেজের ম্যানেজিং কমিটি গঠনে অনিয়মের অভিযোগ

কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার জিটি কলেজের ম্যানেজিং কমিটি গঠনে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় ঘাঘা-তালসারবাসী।

এ অভিযোগের প্রতিবাদে বুধবার বিকেলে তালসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রতিবাদ সভা করেন এলাকাবাসী। তারা অবিলম্বে বর্তমান কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ছয় মাস আগে কলেজ পরিচালনার জন্য একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির সভাপতি ছিলেন ঘাঘা গ্রামের হারুন অর রশিদ। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন আনোয়ার হোসেন, হাফিজুর রহমান, মোফাজ্জল হোসেন এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাশেদুল ইসলাম।

গত ২৬ মার্চ কলেজের পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি গঠন করে তা অনুমোদনের জন্য বোর্ডে পাঠানো হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে রাখা হয়েছে কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুল খালেককে। এ নিয়েই শুরু হয়েছে বিরোধ। স্থানীয়দের অভিযোগ, কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন আব্দুল খালেক এবং সে সময় শিক্ষক নিয়োগের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে।

এছাড়া, পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সময় এডহক কমিটির কোনো সদস্য বা স্থানীয়দের মতামত নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি জানতে না পারার কথাও বলেছেন এডহক কমিটির কয়েকজন সদস্য।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেদী হাসান পাতা, আব্দুল মোতালেব, ফারুক হোসেন, আব্দুল করিম, শফিউদ্দিন লস্কর ও বাহার

আলী। বক্তারা অভিযোগ করেন, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাশেদুল ইসলাম স্থানীয় এক বিএনপি নেতার সহযোগিতায় অনিয়ম করে ‘পকেট কমিটি’ গঠন করেছেন। তারা বলেন, “যে অধ্যক্ষ কলেজের শুরু থেকেই ভালো কিছু করেননি, বরং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাকেই আবার সভাপতি করা হয়েছে। আমরা এই কমিটি মানি না।”

এ বিষয়ে জিটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাশেদুল ইসলাম বলেন, “আমি আমার কলেজের সভাপতি হারুন অর রশিদ ও সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের পরামর্শে কমিটি গঠন করে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি। যা ইতোমধ্যে অনুমোদনও হয়েছে।” এরপর তিনি আর কোনো মন্তব্য না করে ফোন বন্ধ করে দেন।

এডহক কমিটির সভাপতি হারুন অর রশিদ বলেন, “আমি নিয়ম অনুযায়ী এডহক কমিটির সভাপতি ছিলাম এবং নিয়ম মাফিকই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেউ যদি বলেন, তারা জানেন না, তবে সেটা মিথ্যা। তাদের উদ্দেশ্য আছে তারা তাদের পছন্দের লোককে কমিটিতে বসাতে চায়। সেটি সম্ভব না হওয়ায় এখন তারা আন্দোলন করছে।”

কোটচাঁদপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোটচাঁদপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করেছেন স্থানীয় কৃষি অফিস।

বুধবার দুপুরে উপজেলা চত্বর থেকে এ সব সামগ্রী বিতরন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-১ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উফশী আউশ ধান ও পাট ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী

আনিসুল ইসলাম,কৃষি অফিসার জাহিদ হোসেন, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার নাজমুল সাকিব, টিপু সুলতান।

এ বছর তিন হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির মাঝে পাঁচ কেজি উফসি আউশ ধানের বীজ, দশ কেজি করে ডিওপি ও দশ কেজি এমওপি সার দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া দুইশ জন চাষির মাছে ১ কেজি করে পাট বীজ, ৫ কেজি করে ডিওপি ও পাঁচ কেজি করে এমওপি সার বিতরণ করা হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবনের গ্রীল কেটে চুরি

কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবনের জানালার গ্রীল কেটে চুরির ঘটনা ঘটেছে। রোববার (৬ এপ্রিল) গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, রাত আনুমানিক ২টার দিকে লোডশেডিং চলাকালীন সময়ে চোরেরা উপজেলা পরিষদের নতুন ভবনের দুটি কক্ষের জানালার গ্রীল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। দুটি কক্ষের মধ্যে একটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ের উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তার কক্ষ এবং অন্যটি উপজেলা চেয়ারম্যানের সিএর (ব্যক্তিগত সহকারী) কক্ষ।

চোরেরা ওই কক্ষ দুটির গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এলোমেলো করে এবং উপজেলা চেয়ারম্যানের সিএর কক্ষ থেকে একটি ল্যাপটপ চুরি করে নিয়ে যায়। তবে অন্যান্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খোয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন ইউএনও কার্যালয়ের উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইন্দ্রজিৎ সাহা।

তিনি বলেন, “চোরেরা গ্রীল কেটে অফিসে ঢুকে কাগজপত্র তছনছ করেছে এবং একটি ল্যাপটপ নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।”

কোটচাঁদপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) সাইদুর রহমান বলেন, “অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত শুরু করেছি। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।”

উল্লেখ্য, ওই রাতে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ৪টি অফিসের ৪ জন নৈশপ্রহরী দায়িত্বে ছিলেন। তারা হলেন– নির্বাহী অফিসের ইযামিন হোসেন, প্রকৌশলী অফিসের মোসলেম হোসেন, নির্বাচন অফিসের হামিদ ও ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পের কাদের মিয়া।

এছাড়া, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনের সামনেও দায়িত্বে ছিলেন দুইজন আনসার সদস্য। এত নিরাপত্তার মধ্যেও চোরেরা নির্বিঘ্নে চুরি করে পালিয়ে যেতে পারায় উদ্বেগ ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাক্টর চালক নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় হুসাইন ওরফে ভোলা (২০) নামে এক মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের চালক নিহত হয়েছেন। এতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ট্রাক্টরটি।

গতকাল শুক্রবার রাত ১২টার দিকে কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর রেল স্টেশনের দুই শ’ গজ দূরে সোয়াদী গ্রামের রেলগেটে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার রাত ১২টার দিকে সোয়াদী গ্রাম থেকে ট্রাক্টর চালিত ট্রলিতে মাটি বোঝাই করে সাফদারপুরের দিকে যাচ্ছিলেন চালক হুসাইন। সে সময় সোয়াদী গ্রামের রেলগেট পার হওয়ার সময় রেললাইনের ওপর ট্রাক্টরটি বিকল হয়ে যায়। ঠিক তখনই খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি ট্রাক্টরটিকে ধাক্কা দেয়। এতে বিকল হয়ে থাকা ট্রাক্টরটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চালক হুসাইন মারা যান।

নিহত হুসাইন চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার গয়েরপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে।

তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ, গেটম্যান ডিউটিতে না থাকার কারণেই এই

দুর্ঘটনা ঘটেছে। কোটচাঁদপুর রেল স্টেশন মাস্টার গোলাম রসুল জানান, “লাইন ক্লিয়ার দেওয়ার পর ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর একটি বিকট শব্দ শুনতে পাই। শব্দ শুনে স্থানীয় মানুষ জড়ো হতে থাকেন, আমরাও গিয়ে দেখি ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাক্টরটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। ঘটনাস্থলেই ট্রাক্টর চালকের মৃত্যু হয়। বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে।”